(আমীরে আহলে সুন্নাত ﷺ এর কিতাব "ফয়যানে রমযান" হতে সংগৃহিত বিশেষ ঘটনাবলির প্রথম অংশ)

# আনওয়ারে ফয়যানে রমযান

- কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাস
- জান্নাতে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশীত্বের সুসংবাদ
- মাসগুলোর নামকরণের কারণ
- বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরেরা
- রমযান মোবারকের ৪টি নাম


শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী ﷺ

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# আনওয়ারে ফয়যানে রমযান

**শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও আপনি সাহস করে ফয়যানে রমযান (প্রতি বছর পবিত্রশাবান মাসে) সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকত আপনি নিজেই দেখবেন।**

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মানুষদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই হবে, যে আমার প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশি দরূদ **শরীফ** প্রেরণ করবে।"

**(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** দয়ালু **আল্লাহ পাকের** কোটি কোটি অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে **রমযানের** মতো মহান নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। **রমযান** মাসের ফযীলত সম্পর্কে কী বলবো! এর প্রতিটি মুহূর্তই রহমতে পরিপূর্ণ, **রমযানুল মোবারকে** প্রত্যেক নেকীর সাওয়াব ৭০ গুণের চেয়েও বেশি। **(মীরাত, ৩য় খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)** নফলের সাওয়াব ফরযের সমান, আর ফরযের সাওয়াব সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, আরশ বহনকারী ফিরিশতারা রোযাদারদের দোয়ায় 'আমীন' বলেন এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী অনুযায়ী: **"রমযানে রোযাদারের জন্য মাছেরা ইফতার পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।"**

**(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬)**



www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

## ইবাদতের দরজা

**তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"রোযা হলো ইবাদতের দরজা।"**

**(আল জামেউস সগীর, ১৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১৫)**

## কোরআন অবতীর্ণ

এই মোবারক মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, **আল্লাহ পাক** এতে কোরআন শরীফ অবতীর্ণ করেছেন। যেমনটি পবিত্র কোরআনের ২য় পারার সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে পরম করুণাময় **আল্লাহ তায়ালার** মহান ইরশাদ হচ্ছে:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِیْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَؕ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

**(পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৮৫)**

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: রমযান** মাস, যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে- মানুষের জন্য হিদায়াত ও পথ-নির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণী সমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেনো অবশ্যই সেটার রোযা পালন করে। আর যে কেউ অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে, তবে ততসংখ্যক রোযা অন্য দিনগুলোতে (পূর্ণ করবে)। **আল্লাহ** (তায়ালা) তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কঠিন (ক্লেশ) চান না। আর এজন্য যেন তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে এবং **আল্লাহ** (তায়ালার) মহিমা বর্ণনা করবে এর উপর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়ত করেছেন এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হও।



www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

## মাসগুলোর নামকরণের কারণ

**রমযান** (رَمَضان) এটি "رَمَضٌ" থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে "গরমে পুড়ে যাওয়া"। কেননা যখন মাসগুলোর নাম প্রাচীন আরবদের ভাষা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তখন যে ধরনের ঋতু ছিলো, সে অনুসারেই মাস সমূহের নাম রাখা হয়েছে, ঘটনাক্রমে সে সময় **রমযান** খুবই গরমে এসেছিলো, তাই এই নাম রাখা হয়েছে। **(আন নিহায়াতু লিইবনিল আ'সির, ২য় খন্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা)** হযরত মুফ্তি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কোন কোন তাফসীরকারক رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলেন: যখন মাসগুলোর নাম রাখা হলো, তখন যে ঋতুতে যে মাস ছিলো, সে অনুসারেই ওই মাসের নাম রাখা হয়েছে। যে মাস গরমের দিনে ছিলো, সে মাসকে **'রমযান'** বলা হয়েছে এবং যা বসন্ত কালে ছিলো সেটাকে **'রবিউল আউয়াল'** আর যে মাস শীতের দিনে ছিলো, যখন পানি জমে যাচ্ছিলো, 'সেটাকে **জমাদিউল আউয়ালা'** বলা হলো। **(তাফসীরে নঈমী, ২য় খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## লাল ইয়াকুত পাথরের ঘর

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদ্‌রী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ বাণী হচ্ছে: "যখন **রমযান** মাসের প্রথম রাত আসে, তখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং শেষ রাত পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না। যেকোন বান্দা এই মোবারক মাসের যেকোন রাতে নামায আদায় করে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে তার জন্য পনেরশত নেকী লিখে দেন এবং তার জন্য জান্নাতে লাল পদ্মরাগ পাথরের দ্বারা ঘর তৈরী করেন। আর যে কেউ **রমযান** মাসের প্রথম রোযা রাখে, তবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, আর তার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা মাগফিরাতের দোয়া



www.dawateislami.net

করতে থাকে। রাত ও দিনে যখনই সে সিজদা করে, তার প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে তাকে (জান্নাতের) এক একটি এমন বৃক্ষ দান করা হয় যে, এর ছায়ায় (ঘোড়া) আরোহী পাঁচশত বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে।"

**(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৩৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## অন্ধ ভাগিনীর অন্ধত্ব দূর হয়ে গেলো (মাদানী বাহার)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের সহচর্য অর্জিত হওয়াবস্থায় **রমযানুল মোবারক** মাসের বরকত লুটতে উত্তম মানসিকতা তৈরী হয়, নতুবা খারাপ সংস্পর্শ থেকে এই মোবারক মাসেও অধিকাংশ লোক গুনাহে ডুবে থাকে। আসুন! গুনাহের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত এক অভিনেতার **"মাদানী বাহার"** শ্রবণ করি, যাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশই **আল্লাহ তায়ালা**র অনুগ্রহে মাদানী রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে এবং তার অন্ধ ভাগিনীর অন্ধত্ব দূর করে দিলেন! যেমনটি আওরঙ্গি টাউন (বাবুল মদীনা) এর এক ইসলামী ভাই অভিনেতা ছিলো, মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম ও ফ্যাংশনে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো, অন্তর ও মস্তিস্কে অলসতার এমন পর্দা পড়ে গিয়েছিলো যে, না নামায আদায় করার সৌভাগ্য হতো, না গুনাহের প্রতি অনুশোচনা হতো। সাহারায়ে মদীনা বাবুল মদীনায় বাবুল ইসলাম পর্যায়ে অনুষ্ঠিত **তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়** (১৪২৪ হিজরী, ২০০৩ ইং) অংশগ্রহণ করার জন্য এক যিম্মাদার ইসলামী ভাই **ইনফিরাদী কৌশিশ** করে উৎসাহিত করলো। সৌভাগ্যক্রমে! এতে তার অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য নসীব হয়ে গেলো। তিন দিনের ইজতিমা শেষে হৃদয়গ্রাহী দোয়ায় তার জীবনের গুনাহের প্রতি খুবই অনুশোচনা হলো, সে তার উদ্দীপনাকে আর ধরে রাখতে পারলো না এবং ফুফিঁয়ে ফুফিঁয়ে কাঁদতে লাগলো, ব্যস এই কান্না কাজে এসে গেলো!



www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ পেয়ে গেলো এবং সে আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান থেকে তাওবা করে নিলো এবং মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নিলো। ২৫ ডিসেম্বর ২০০৪ ইং তারিখে মাদানী কাফেলায় যাত্রা করার সময় তার ছোট বোনের ফোন আসলো, সে বুক ভরা কান্না নিয়ে তার এক অন্ধ মেয়ের জন্মের সংবাদ শুনালো এবং আরো বললো: ডাক্তার এও বলে দিয়েছে যে, এর দৃষ্টিশক্তি কখনো ঠিক হবে না। ততটুকু বলেই তার কথা আটকে গেলো এবং ছোট বোন প্রচন্ড বেদনায় ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলো। সেই ইসলামী তাকে ভাই তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিলো যে, اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় দোয়া করবো। সে মাদানী কাফেলায় নিজেও দোয়া করলো এবং আশিকানে রাসূলের দ্বারাও দোয়া করালো। যখন মাদানী কাফেলা থেকে ফিরলো দ্বিতীয় দিনই ছোট বোন ফোনে খুশি মনে এই আনন্দের সংবাদটুকু শুনাল যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **আমার অন্ধ মেয়ে মেহেকের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে এবং ডাক্তাররা আশ্চর্য হয়ে গেলো যে, এটা কিভাবে সম্ভব! কেননা আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর কোন চিকিৎসাই ছিলো না!** اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সে বাবুল মদীনা করাচীতে এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের একজন রোকন (সদস্য) হিসেবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করার সৌভাগ্যও অর্জন করছে।

**আফাতু সে না ডর, রাখ করম পর নযর, রৌশন আঁখে মিঁলে, কাফিলে মে চলো।**
**আপকো চা'রা গর, নে গো মায়ুস কর, ভী দিয়া মত ডরেঁ, কাফিলে মে চলো।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ কতইনা সুন্দর! এর সংস্পর্শে এসে সমাজের না জানি কতযে পথহারা মানুষ সৎচরিত্রবান হয়ে সুন্নাতে ভরা সম্মানের জীবন অতিবাহিত করছে! তাছাড়া মাদানী কাফেলার মাদানী বাহার তো আপনাদের সামনেই। যেমনিভাবে


www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" **(ইবনে আ'দী)**

মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে অনেকের দুনিয়াবী সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তেমনি **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশে আখিরাতের বিপদাপদও প্রশান্তিতে পরিণত হয়ে যাবে।

**টুট যায়েঙ্গে গুনাহগারোঁ কে ফওরান কয়দ ও বন্দ,**
**হাশর কো খোল জায়েঁগি তাকৃত রাসূলুল্লাহ কি।** (হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

## ৫টি বিশেষ দয়া

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উম্মতকে **রমযান** মাসে পাঁচটি এমন বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি: ﴾১﴿ যখন **রমযানুল মোবারকে**র প্রথম রাত আসে, তখন **আল্লাহ তায়ালা** তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন আর যার প্রতি **আল্লাহ তায়ালা** রহমতের দৃষ্টি দান করেন, তাকে কখনো আযাব দিবেন না। ﴾২﴿ সন্ধ্যায় তাদের মুখের গন্ধ (যা ক্ষুধার কারণে সৃষ্টি হয়) **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়েও বেশি উত্তম। ﴾৩﴿ ফিরিশতারা প্রত্যেক রাত ও দিনে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। ﴾৪﴿ **আল্লাহ তায়ালা** জান্নাতকে নির্দেশ দেন: "আমার (নেক) বান্দাদের জন্য সু-সজ্জিত হয়ে যাও! শীঘ্রই তারা দুনিয়ার কষ্ট হতে আমার ঘর ও অনুগ্রহে প্রশান্তি লাভ করবে।" ﴾৫﴿ যখন **রমযান** মাসের সর্বশেষ রাত আসে তখন **আল্লাহ তায়ালা** সবাইকে ক্ষমা করে দেন।"

উপস্থিতিদের মাঝে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কি **লাইলাতুল কদর?** ইরশাদ করলেন: "না"। তোমরা কি দেখনি যে, শ্রমিকরা যখন নিজের কাজ সম্পন্ন করে নেয়, তখন তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হয়?" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬০৩)**


www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

## 'সগীরা' গুনাহের কাফ্ফারা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রশান্তিমূলক বাণী হচ্ছে: "পাঁচ ওয়াক্তের নামায আর এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এবং এক **রমযান** মাস থেকে পরবর্তী **রমযান** মাস পর্যন্ত গুনাহ সমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা হয়।" **(মুসলিম, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৩)**

## আহ! সারা বছর যদি রমযানই হতো!

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: "যদি বান্দারা জানতো যে, **রমযান** কি, তবে আমার উম্মতরা আশা করতো যে, আহ! সারা বছর যদি **রমযান** হতো।" **(ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৮৬)**

## প্রিয় আক্বা হুযুর ﷺ এর জান্নাতরূপী বাণী

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শাবান মাসের শেষ দিনে ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! তোমাদের নিকট মহত্বপূর্ণ বরকতময় মাস এসেছে, মাসটি এমন যে, তাতে একটি রাত (এমনি রয়েছে যা) হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম, এর (মোবারক মাসের) রোযা **আল্লাহ তায়ালা** ফরয করেছেন আর এর রাতে কিয়াম[১] সুন্নাত, যে ব্যক্তি এতে নেক কাজ করে, তবে তা এমন, যেন অন্যান্য মাসে ফরয আদায় করলো এবং এতে যে ফরয আদায় করলো, তবে তা এমন, যেন অন্যান্য দিনে সত্তর ফরয আদায় করলো। এই মাস হলো, ধৈর্যের আর ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত এবং এই মাস হচ্ছে সমবেদনা জ্ঞাপন ও কল্যাণ কামনার আর এই মাসে মু'মিনের রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হয়।

১. এখানে কিয়াম দ্বারা উদ্দেশ্য তারাবীর নামায।



www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

যে ব্যক্তি এতে রোযাদারকে ইফতার করায়, তা তার গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। আর তার গর্দান আগুন থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং এই ইফতার করানো ব্যক্তিরও তেমনি সাওয়াব পাবে, যেমন রোযা পালনকারী পায়, তবে এতে তার (রোযাদারের) প্রতিদানে কোনরূপ কমতি হবে না।" আমরা আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এমন জিনিস পাই না, যা দ্বারা রোযাদারদের ইফতার করাবে। **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ তায়ালা** এ সাওয়াব ওই ব্যক্তিকে দান করবেন, যে এক চুমুক দুধ কিংবা একটি খেজুর অথবা এক চুমুক পানি দ্বারা রোযাদারকে ইফতার করায় আর যে ব্যক্তি রোযাদারকে পেট ভরে আহার করায়, তাকে **আল্লাহ তায়ালা** আমার 'হাওয' থেকে পান করাবেন, ফলে সে কখনও পিপাসার্ত হবে না, এমনকি জান্নাতে প্রবেশ করে নেবে। এটা হচ্ছে সেই মাস, যার প্রথমাংশ হচ্ছে (অর্থাৎ প্রথম দশদিন) 'রহমত' এবং এর মধ্যভাগ (অর্থাৎ মধ্যভাগের দশদিন) 'মাগফিরাত' আর শেষাংশ (অর্থাৎ শেষ দশদিন) 'জাহান্নাম থেকে মুক্তি'। যে ব্যক্তি তার কর্মচারীর প্রতি এ মাসে কাজকর্ম সহজ করে দেয়, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন। এই মাসে চারটি কাজ অধিক পরিমাণে করো, এর মধ্যে দু'টি হচ্ছে এমন, যার মাধ্যমে তুমি তোমার **প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা**কে সন্তুষ্ট করবে আর অবশিষ্ট দু'টির প্রতি তুমি অমুখাপেক্ষী নও। সুতরাং ঐ দু'টি কাজ, যা দ্বারা তোমরা আপন **প্রকিপালক আল্লাহ তায়ালা**কে সন্তুষ্ট করবে, তা হলো ﴾১﴿ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ [১] মর্মে সাক্ষ্য দেয়া এবং ﴾২﴿ ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর যে দু'টি থেকে তোমরা অমুখাপেক্ষী নও, তা হলো: ﴾১﴿ **আল্লাহ তায়ালা**র থেকে জান্নাত প্রার্থনা করা এবং ﴾২﴿ জাহান্নাম থেকে **আল্লাহ তায়ালা**র আশ্রয় প্রার্থনা করা।"

**(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬০৮। ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৮৭)**

১. আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই।



www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এখন যে হাদীসে পাক বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মাহে **রমযানুল মোবারকে**র রহমত, বরকত ও মহত্ত্বের ব্যাপক আলোচনা রয়েছে। এ বরকতময় মাসে কলেমা **শরীফ** অধিক পরিমাণে পড়ে এবং 'ইস্তিগফার' অর্থাৎ বারবার তাওবা করার মাধ্যমে **আল্লাহ তায়ালা**কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত আর **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি জান্নাতে প্রবেশাধিকার ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য অধিক পরিমাণে প্রার্থনা করা উচিৎ।

## রমযান মোবারকের ৪টি নাম

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! মাহে **রমযানে**ও কিরূপ কল্যাণ নিহিত! হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'তাফসীরে নঈমী'**তে বর্ণনা করেন: "এই মোবারক মাসের সর্বমোট চারটি নাম রয়েছে: ﴾১﴿ মাহে **রমযান** ﴾২﴿ মাহে সবর ﴾৩﴿ মাহে মুওয়াসাত এবং ﴾৪﴿ মাহে ওসআ'তে রিয্ক।" তিনি আরো বলেন: "রোযা হচ্ছে ধৈর্য, যার প্রতিদান স্বয়ং **আল্লাহ তায়ালা** আর তা এই মাসেই (রোযা) রাখা হয়। একারণে একে 'মাহে সবর' বলা হয়। 'মুওয়াসাত' মানে উপকার করা। যেহেতু এই মাসে সমস্ত মুসলমানের সাথে, বিশেষকরে নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা বেশি সাওয়াবের কাজ, তাই একে 'মাহে মুওয়াসাত' বলা হয়। এতে জীবিকাও প্রশস্ত হয়, ফলে গরীবরাও নেয়ামত ভোগ করে, এজন্য এর নাম 'মাহে ওসআ'তে রিযক'ও।" (তাফসীরে নঈমী, ২য় খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা)

## রমযানুল মোবারকের ১৩টি মাদানী ফুল

**(এই সকল মাদানী ফুল তাফসীরে নঈমী ২য় খন্ড থেকে নেয়া হয়েছে)**

১. কা'বা **শরীফ** মুসলমানদেরকে ডাকে আর তা (**রমযান**) এসে রহমত বন্টন করে। যেন সেটা (অর্থাৎ কা'বা) একটি কূপ, আর এটা (অর্থাৎ **রমযান শরীফ**) হচ্ছে নদী, অথবা সেটা (অর্থাৎ কা'বা) হচ্ছে নদী আর এটা (অর্থাৎ **রমযান**) হচ্ছে বৃষ্টি।



www.dawateislami.net

২. প্রতিটি মাসে বিশেষ দিন রয়েছে, আর সেই দিনেও বিশেষ সময়ে ইবাদত রয়েছে, যেমন-ঈদুল আযহার কয়েকটি (বিশেষ) তারিখে হজ্জ, মুহররমের দশম দিন উত্তম, কিন্তু **রমযান** মাসে প্রতিদিন ও প্রতিটি মুহূর্তে ইবাদত রয়েছে। রোযা ইবাদত, ইফতার ইবাদত, ইফতারের পর তারাবীর জন্য অপেক্ষা করা ইবাদত, তারাবীহ পড়ে সেহেরীর জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে ঘুমানো ইবাদত, তারপর সেহেরী খাওয়াও ইবাদত, মোটকথা প্রতিটি মুহূর্তে **আল্লাহ তায়ালা**র শান পরিলক্ষিত হয়।

৩. **'রমযান'** হচ্ছে একটি চুল্লী, আর চুল্লী হলো অপরিস্কার লোহাকে পরিস্কার এবং পরিস্কার লোহাকে মেশিনের যন্ত্রাংশে পরিণত করে দামী করে দেয় এবং আর স্বর্ণকে অলংকারে পরিণত করে ব্যবহারের উপযুক্ত করে দেয়, তেমনিভাবে **রমযান** মাস গুনাহগারদেরকে পবিত্র করে এবং নেককার লোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়।

৪. **রমযানে** নফলের সাওয়াব ফরযের সমান এবং ফরযের সাওয়াব ৭০ গুণ বেশি পাওয়া যায়।

৫. কিছু সংখ্যক ওলামা বলেন: যে ব্যক্তি **রমযানে** মৃত্যুবরণ করে, তার কাছ থেকে কবরে প্রশ্নোত্তরও করা হয় না।

৬. এই মাসে শবে কদর, পূর্ববর্তী আয়াত (অর্থাৎ ২য় পারার সূরা বাকারা এর ১৮৫ নং আয়াত) দ্বারা বুঝা গেলো, কোরআন **রমযান** মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۟

(পারা- ৩০, সূরা- কদর, আয়াত- ১)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় আমি সেটাকে কদর রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি।

উভয় আয়াতকে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, শবে কদর **রমযান** মাসেই আর তা সম্ভবত ২৭তম রাতেই, কেননা লায়লাতুল কদর এর মধ্যে ৯টি বর্ণ আছে, আর এ শব্দটি সূরা কদরে তিনবার এসেছে। যার গুণফল দাঁড়ায় ২৭ (সাতাশ), সুতরাং বুঝা গেলো, তা ২৭তম রাতেই।



www.dawateislami.net

৭. **রমযান** মাসে দোযখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, জান্নাতকে সু-সজ্জিত করা হয়, এর দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। এ কারণেই এদিনে সৎকর্ম অধিক ও গুনাহ কমে যায়, যে সব লোক গুনাহ করেও নেয়, তারা নফসে আম্মারা কিংবা নিজের সাথী শয়তানের (সঙ্গে অবস্থানকারী শয়তান) প্ররোচিত করার কারণে করে থাকে।

৮. **রমযানে** পানাহারের হিসাব নেই। (অর্থাৎ সেহেরী ও ইফতারে পানাহারের)

৯. কিয়ামতে **রমযান** ও কোরআন রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে, **রমযান** বলবে: **মাওলা!** আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার করা থেকে বিরত রেখেছিলাম। আর কোরআন আরয করবে: **হে আমার মালিক!** আমি তাকে রাতে তিলাওয়াত ও তারাবীর মাধ্যমে ঘুমাতে দেইনি।

১০. **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **রমযানুল মোবারকে** প্রত্যেক বন্দীকে মুক্ত করে দিতেন এবং প্রত্যেক ভিখারীকে দান করতেন। **আল্লাহ তায়ালা**ও **রমযান** মাসে জাহান্নামীদেরকে মুক্তি দেন, সুতরাং **রমযানে** নেক কাজ করা এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

১১. কোরআন **শরীফে** শুধুমাত্র **রমযান শরীফে**র নামই উল্লেখ করা হয়েছে এবং এরই ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন মাসের স্পষ্টভাবে না নাম নেয়া হয়েছে, না এমন ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। মাসগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র **রমযান** মাসেরই নাম কোরআন **শরীফে** নেয়া হয়েছে। নারীদের মধ্যে শুধুমাত্র বিবি মরিয়ম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর নাম কোরআনে এসেছে, সাহাবীদের মধ্যে শুধুমাত্র হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন হারেসা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নাম কোরআনে নেয়া হয়েছে, যার কারণে এই তিন জনের মহত্ব জানা গেলো।

১২. **রমযান শরীফে** ইফতার ও সেহেরীর সময় দোয়া কবুল হয় অর্থাৎ ইফতার করার সময় ও সেহেরী খাওয়ার পর। এ মর্যাদা অন্য কোন মাসে নেই।



www.dawateislami.net

**১৩. রমযান** (رَمَضان) শব্দটির মধ্যে পাঁচটি বর্ণ আছে: (ر، م، ض، ا، ن) ر দ্বারা رَحْمَتِ الٰهی (**আল্লাহ তায়ালার** রহমত), میم দ্বারা مَحَبَّتِ اِلٰهی (**আল্লাহ তায়ালার** ভালবাসা), ض দ্বারা ضَمَانِ الٰهی (**আল্লাহ তায়ালার** বদান্যতার), اَلِف দ্বারা امَانِ الٰهی (**আল্লাহ তায়ালার** নিরাপত্তা) এবং ن দ্বারা نُورِ الٰهی (**আল্লাহ তায়ালার** নূর) বুঝায়। তদুপরি **রমযানে** পাঁচটি বিশেষ ইবাদত হয়ে থাকে: ﴾১﴿ রোযা ﴾২﴿ তারাবীহ ﴾৩﴿ তিলাওয়াতে কোরআন ﴾৪﴿ ইতিকাফ এবং ﴾৫﴿ শবে কদরের ইবাদত। সুতরাং যে কেউ একাগ্রচিত্তে এ পাঁচটি ইবাদত করবে সে ওই পাঁচটি পুরস্কারের উপযুক্ত হবে। (তাফসীরে নঈমী, ২য় খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## জান্নাতকে সাজানো হয়

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে আগামী বছর পর্যন্ত **রমযানুল মোবারকের** জন্য সাজানো হয়।" আরো ইরশাদ করেন: "**রমযান শরীফের** প্রথম দিন জান্নাতের গাছগুলোর পাতা থেকে বড় বড় চোখ বিশিষ্ট হুরদের উপর বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তারা আরয করে: "**হে আমাদের প্রতিপালক**! তোমার বান্দাদের মধ্যে এমনসব বান্দাদেরকে আমাদের স্বামী বানাও, যাদেরকে দেখে আমাদের নয়ন জুড়ায়, আর যখন তারা আমাদেরকে দেখে তখন যেন তাদের নয়নও জুড়ায়।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৩৩)

## জান্নাত কে সাজায়?

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ: "নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে



www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

আগামী বছর পর্যন্ত **রমযানুল মোবারকে**র জন্য সাজানো হয়।" এর আলোকে **মিআরাত** ৩য় খন্ডের ১৪২-১৪৩ নং পৃষ্ঠায় বলেন: অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা দিতেই, পরবর্তী **রমযানে**র জন্য জান্নাতকে সাজানো শুরু হয়ে যায় এবং বছর জুড়ে ফিরিশতারা তা সাজাতে থাকে, জান্নাত স্বভাবতই সাজানো গুছানো, তারপরও আরো বেশি সাজানো হয়, অতঃপর সাজ-সজ্জাকারী যদি ফিরিশতারা হয়, তবে কিরূপ সজ্জিত হতে পারে, এই সাজ-সজ্জা আমাদের ধারণা ও কল্পনার বাইরে, অনেক মুসলমান **রমযানে** মসজিদ সাজায়, সেখানে চুনকাম করায়, পতাকা লাগায়, আলোকিত করে, এর মূল উৎস হলো এই হাদীস শরীফ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ জান্নাতের মহত্বের কথা কী বলবো! আহ! আমাদের যদি বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** হকপন্থিদের মাদানী সংগঠন, এতে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের উপর কেমন কেমন অনুগ্রহ হয়ে থাকে তার একটি "মাদানী বাহার" লক্ষ্য করুন:

## জান্নাতে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশীত্বের সুসংবাদ

ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের ফ্রী দরসে নিযামী (অর্থাৎ আলিম কোর্স) করানোর জন্য اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তত্ত্বাবধানে **"জামেয়াতুল মদীনা"** নামে অসংখ্য জামেয়া প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **১৪২৭** হিজরীতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ঐ সকল জামেয়াতুল মদীনার (বাবুল মদীনা) প্রায় **১৬০**জন ছাত্র **১২** মাসের জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র পথে সফর করে। শুরুতে মাদানী কাফেলা কোর্স করানোর ব্যবস্থা হয়, এমতাবস্থায় ছাত্রদের মাঝে ইসলামের খিদমতের প্রেরণা আরো বৃদ্ধি পেয়ে মদীনা **শরীফে**র **১২**টি চাঁদের আলো লেগে

গেলো এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৭৭জন ছাত্র নিজেদেরকে সারাজীবনের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হিসেবে পেশ করে দিলো! এই মহান আত্মত্যাগের উৎসাহের খুবই মহান একটি কারণ ছিলো, আর তা হলো, স্বপ্নে **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা এক আশিকে রাসূলের চক্ষুদ্বয় শীতল হয়, মোবারক ঠোঁটদ্বয় নড়ে উঠলো, রহমতের ফুল ঝরতে লাগলো এবং শব্দগুচ্ছ গুলো এভাবে সাজানো ছিলো: **"যারা নিজেদেরকে সারাজীবনের জন্য পেশ করে দিয়েছে, আমি তাদেরকে জান্নাতে নিজের সাথে রাখবো।"** স্বপ্নদ্রষ্টা আশিকে রাসূল ইসলামী ভাইয়ের মনে আফসোস জাগলো যে, আহ! শত কোটি আফসোস! আমাকেও যদি ঐ সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হতো। **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার মনের এই আশাটি জেনে গেলেন এবং ইরশাদ করলেন: "যদি তুমিও তাদের দল-ভূক্ত হতে চাও, তবে নিজেকে সারা জীবনের জন্য পেশ করে দাও।"

**সরে আরশ পর হে তেরি গুযার, দিলে ফরশ পর হে তেরি নযর,**
**মালাকুত ও মুলক মে কোয়ি শেয়, নেহী উহ জু তুঝ পে ই'য়া নেহী।**

**(হাদায়িকে বখশীশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূলকে এই মহান সুসংবাদের জন্য মোবারকবাদ! **আল্লাহ পাকের** রহমতের প্রতি লক্ষ্য রেখে দৃঢ় আশাবাদী যে, যে সকল ভাগ্যবানদের ব্যাপারে এই **মাদানী স্বপ্ন** দেখানো হয়েছে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাদের শেষ পরিণতি (মৃত্যু) ঈমান সহকারে হবে এবং তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর করুণায় জান্নাতুল ফিরদাউসে **তাঁর** প্রতিবেশীত্ব অর্জন করবে। তবে আমরা এটা মনে রাখবো! নবী নয় এমন কেউ যে স্বপ্ন দেখে তা শরীয়াতের দলীল নয়, স্বপ্নের মাধ্যমে দেওয়া সুসংবাদের ভিত্তিতে কাউকে নিশ্চিত জান্নাতী বলা যাবে না।



www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

**ইযনে সে তেরে সরে হাশর কাহিঁ কাশ! হুযুর,**
**সাথ আত্তার কো জান্নাত মে রাখো গা ইয়া রব!** (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৬ পৃষ্ঠা)

## প্রতি রাতে ৬০ হাজারের ক্ষমা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"রমযান শরীফে**র প্রতিটি রাতে আসমানে সুবহে সাদিক পর্যন্ত একজন ঘোষণাকারী ফিরিশতা এরূপ ঘোষণা করে: "হে কল্যাণকামী! ইচ্ছাকে দৃঢ় করে নাও এবং আনন্দিত হয়ে যাও, আর হে অসৎকর্ম পরায়ণ! অসৎকর্ম থেকে বিরত হও। আছো কি কেউ মাগফিরাতের আকাঙ্ক্ষী! কেননা তার চাওয়া পূরণ করা হবে। আছো কি কেউ তাওবাকারী! কেননা তার তাওবা কবুল করা হবে। আছো কি কেউ দোয়া প্রার্থনাকারী! তার দোয়া কবুল করা হবে। আছো কি কেউ চাওয়ার! তার চাওয়া পূরণ করা হবে। **আল্লাহ তায়ালা রমযানুল মোবারকে**র প্রতিটি রাতে ইফতারের সময় ষাট হাজার গুনাহগারকে দোযখ থেকে মুক্তি দান করেন এবং ঈদের দিন পুরো মাসের সমান সংখ্যক গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।"

**(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬০৬)**

**মদীনার আশিকগণ! রমযানুল মোবারকে**র শুভাগমন হতেই, আমরা গরীবদের ভাগ্য জেগে ওঠে। **আল্লাহ তায়ালা**র অনুগ্রহ ও বদান্যতায় রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং চারিদিকে মাগফিরাতের সনদ বন্টন করা হয়। আহ! আমরা গুনাহগারদেরও মাহে **রমযানে**র সদকায় **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ হাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ পেয়ে যেতাম। ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করছেন:

**তামান্না হে ফরমাইয়ে রোযে মাহশার, ইয়ে তেরী রেহাঈ কী চিট্টি মিলী হে।**

**(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)**


www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

## প্রতিদিন দশলাখের দোযখ থেকে মুক্তি লাভ

**নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন **রমযানে**র প্রথম রাত আসে, তখন **আল্লাহ তায়ালা** আপন সৃষ্টির প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দান করেন এবং যখন **আল্লাহ তায়ালা** কোন বান্দার প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দেন, তখন তাকে কখনো আযাব দিবেন না আর প্রতিদিন দশলাখ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন এবং যখন ঊনত্রিশতম রাত আসে তখন পুরো মাসে যতসংখ্যক মুক্তি দিয়েছেন, তার সমসংখ্যক ওই এক রাতেই মুক্তিদান করেন। অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের রাত আসে, ফিরিশতারা আনন্দ প্রকাশ করে আর **আল্লাহ তায়ালা** আপন নূরকে বিশেষভাবে বিচ্ছুরিত করেন এবং ফিরিশতাদেরকে ইরশাদ করেন: "হে ফিরিশতার দল! ওই শ্রমিকদের কি প্রতিদান হতে পারে, যে তার দায়িত্ব পালণ করেছে?" ফিরিশতারা আরয করে: "তাকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হোক।" **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি যে, আমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম।" **(জমউল জাওয়ামে, ১ম খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৩৬)**

## জুমার দিনের প্রতিটি মুহূর্তে দশ লক্ষ জাহান্নামীর মাগফিরাত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালা** মাহে **রমযানে** প্রতিদিন ইফতারের সময় এমন দশলক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন, যাদের গুনাহের কারণে জাহান্নাম অনিবার্য (ওয়াজিব) হয়েছিলো, তাছাড়া জুমার রাতে ও জুমার দিনে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে শুক্রবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত) প্রতিটি মুহূর্তে এমন দশলক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়, যারা শাস্তির উপযোগী বলে সাব্যস্ত হয়েছিলো।" **(আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, ৩য় খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৯৬০)**



www.dawateislami.net

**রমযানে**র আশিকগণ! বর্ণনাকৃত হাদীসে মোবারাকায় **আল্লাহ তায়ালা**র কিরূপ মহান নেয়ামত ও অনুগ্রহের আলোচনা রয়েছে। আহ! **আল্লাহ তায়ালা** যেন আমরা গুনাহগারদেরও ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

**'ইস্ইয়াঁ সে কভী হাম নে কানারা নাহ্ কিয়া, পর তূ নে দিল আ'যূরদা হামারা না কিয়া।**
**হামনে তু জাহান্নাম কী বহুত কী তাজভীয, লে'কিন তেরী রহমত নে গাওয়ারা না কিয়া।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## ব্যয়কে বাড়িয়ে দাও

হযরত সায়্যিদুনা যামুরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় বাণী হচ্ছে: "মাহে **রমযানে** (পরিবারের) ব্যয়কে বাড়িয়ে দাও, কেননা মাহে **রমযানে** খরচ করা **আল্লাহ তায়ালা**র পথে খরচ করার মতোই।"

**(ফাযায়িলে শাহরে রমযান মাআ মওসাতে ইবনে আবীদ দুনিয়া, ১ম খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪)**

## কল্যাণই কল্যাণ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলতেন: "সেই মাসকে স্বাগতম, যা আমাদেরকে পবিত্রকারী। পুরো **রমযান** কল্যাণই কল্যাণ, দিনের রোযা হোক কিংবা রাতের ইবাদত, এ মাসে ব্যয় করা জিহাদে ব্যয় করার ন্যায় মর্যাদা রাখে।" (তাম্বীহুল গাফিলীন, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

## বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরেরা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ বাণী হচ্ছে: "যখন **রমযান শরীফে**র প্রথম তারিখ আসে, তখন মহান



www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

আরশের নিচে থেকে মাসীরাহ নামক বাতাস প্রবাহিত হয়, যা জান্নাতের গাছপালার পাতাসমূহকে নাড়া দেয়, ওই বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে এমন চমৎকার আওয়াজ ধ্বনিত হয় যে, যার চেয়ে উত্তম আওয়াজ আজ পর্যন্ত কেউ শুনেনি। এই আওয়াজ শুনে ডাগর বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরেরা বেরিয়ে আসে, এমনকি জান্নাতের উঁচু উঁচু মহলগুলোর উপর দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে: "কেউ কি আছো, যারা **আল্লাহ পাকের** দরবার থেকে আমাদেরকে চেয়ে নেবে যে, আমাদের বিবাহ তার সাথে হোক?" অতঃপর সেই হুরেরা জান্নাতের দারোগা (হযরত) রিদুওয়ান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করে: "আজ এ কেমন রাত?" (হযরত) রিদুওয়ান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তদুত্তরে لَبَّيْك বলেন, অতঃপর বলেন: "এটি মাহে **রমযানের** প্রথম রাত, জান্নাতের দরজাগুলো **উম্মতে মুহাম্মদী** (عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর রোযাদারের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।"

**(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩)**

## দু'টি অন্ধকার দূরীভূত

বর্ণিত আছে, **আল্লাহ তায়ালা** হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام (عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে ইরশাদ করেন: আমি **উম্মতে মুহাম্মদী** (عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে দু'টি 'নূর' (জ্যোতি) দান করেছি, যেন তারা দু'টি অন্ধকারের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলীমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আরয করলেন: "**হে আল্লাহ!** সেই নূর দু'টি কি কি?" ইরশাদ হলো: "**রমযানের নূর ও কোরআনের নূর**।" হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলীমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আরয করলেন: "অন্ধকার দু'টি কি কি?" ইরশাদ হলো: "**একটি কবরের এবং অপরটি কিয়ামতের**।" **(দুররাতুন্নাসিহীন, ৯ম পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

## রমযান ও কোরআন সুপারিশ করবে

**নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রোযা ও কোরআন বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। রোযা আরয করবে: "**হে দয়াময় প্রতিপালক**! আমি আহার ও কুপ্রবৃত্তি থেকে দিনের বেলায় তাকে বিরত রেখেছি, আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করো।" কোরআন বলবে: "আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করো।" অতএব উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।

**(মুসনদে ইমাম আহমদ, ২য় খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৬৩৭)**

## লাখো রমযানের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি মক্কা **শরীফে রমযান** মাস পেলো এবং রোযা রাখলো আর রাতে যথাসম্ভব কিয়াম (ইবাদত) করলো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য অন্যান্য স্থানের এক লক্ষ **রমযানের** সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন এবং প্রতিদিন একটি গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব ও প্রতি রাতে একটি গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব এবং প্রতিদিন জিহাদে ঘোড়ার উপর আরোহন করার সাওয়াব আর প্রত্যেক দিনে ও রাতে সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।"

**(ইবনে মাজাহ, ৩য় খন্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩১১৭)**

## আহ! যদি ঈদ মদীনায় হতো!

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জন্মভূমি হচ্ছে মক্কায়ে মুকাররমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا। **আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদের কি পরিমাণ দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন! আহ!



www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

আমাদেরও মক্কায়ে মুকাররমায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا **রমযান** মাস অতিবাহিত করার মহান সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো এবং সেখানে প্রতি মুহূর্তে ইবাদত করার সামর্থ অর্জিত হয়ে যেতো আর তারপর **রমযান** মাস অতিবাহিত করেই দ্রুত ঈদ উদযাপনের জন্য আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওজায় উপস্থিত হয়ে যেতাম এবং সেখানে কেঁদে কেঁদে "ঈদের বখশিশ" ভিক্ষা চাইতাম আর **সবুজ গুম্বুজের মালিক, রহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহ জোশে উঠতো এবং আহ! **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী দরবার হতে 'ঈদের বখশিশ' স্বরূপ বিনা হিসেবে ক্ষমার সুসংবাদ অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করতাম।

**ইয়া নবী! আত্তার কো জান্নাত মে দেয় আপনা জাওয়ার,**
**ওয়াসেতা সিদ্দিক কা জু তেরা ইয়ারে গার হে।** (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## প্রিয় নবী ﷺ ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হতেন

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: "যখন **রমযান** মাস আসতো, তখন **শাহানশাহে নবূয়ত, তাজেদারে রিসালাত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশ দিন নামায এবং ঘুমকে একত্রিত করতেন, অতঃপর যখন শেষ দশদিন আসতো, তখন **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৪৪৪)**

## প্রিয় নবী ﷺ রমযানে অধিকহারে দোয়া করতেন

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন: যখন **রমযান** মাসের শুভাগমন হতো, তখন **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বণী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রং মোবারক পরিবর্তন হয়ে যেতো আর বেশি পরিমাণে নামায আদায় করতেন এবং অধিকহারে দোয়া করতেন।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬২৫)**


www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

## প্রিয় নবী ﷺ রমযানে বেশি পরিমাণে দান করতেন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا বলেন: "যখন **রমযান** মাস আসতো তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রত্যেক কয়েদীকে মুক্ত করে দিতেন এবং প্রত্যেক ভিখারীকে দান করতেন।"

**(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬২৯)**

## প্রিয় নবী ﷺ এর যুগে কি কয়েদী ছিলো?

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের এই অংশ: "প্রত্যেক কয়েদীকে মুক্ত করে দিতেন" এর আলোকে মিরআত ৩য় খন্ডের ১৪২ পৃষ্ঠায় বলেন: সত্য বলতে এখানে কয়েদী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই ব্যক্তি যারা **হক্কুল্লাহ** বা **হক্কুল ইবাদ** (অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা**র হক বা বান্দার হক) এর কারণে গ্রেফতার হতো এবং মুক্ত করার দ্বারা তাদের হক আদায় করে দেয়া বা করিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য।

## সবচেয়ে বেশি দানশীল

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا বলেন: "**প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি দানশীল ছিলেন এবং **রমযান শরীফে হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (বিশেষকরে) অনেক বেশি পরিমাণে দানশীলতা প্রদর্শন করতেন। জিব্রাঈল আমীন عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام **রমযানুল মোবারকে**র প্রত্যেক রাতে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হতেন এবং **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর সাথে কোরআন মজীদ তিলাওয়াতের অবতারণা করতেন। যখনই হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে আসতেন তখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দ্রুতবেগে চলমান বাতাসের চেয়েও বেশি পরিমাণে কল্যাণের ক্ষেত্রে দান করতেন।" **(বুখারী, ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬)**



www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

**হাত উঠা কর এক টুকড়া এ্যয় করীম! হে সখী কে মাল মে হকদার হাম।**

**(হাদায়িকে বখশিশ)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## হাজার গুণ সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম নাখয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **"রমযান** মাসে একদিন রোযা রাখা এক হাজার দিনের রোযা থেকে উত্তম এবং **রমযান** মাসে একবার 'তাসবীহ' পাঠ করা (سُبْحٰنَ الله বলা) এই মাস ব্যতীত এক হাজারবার তাসবীহ পাঠ করা (سُبْحٰنَ الله বলার) চেয়ে উত্তম আর **রমযান** মাসে এক রাকাত নামায আদায় করা, **রমযান** ব্যতীত অন্য মাসের এক হাজার রাকাত অপেক্ষা উত্তম।" **(তাফসীরে দুররে মানসুর, ১ম খন্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা)**

## রমযানে যিকিরের ফযীলত

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ বাণী হচ্ছে: **রমযান** মাসে **আল্লাহ**র যিকিরকারীকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং এই মাসে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে প্রার্থনাকারীরা বঞ্চিত থাকে না।

**(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬২৭)**

## সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও আল্লাহ তায়ালার যিকির

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সেসব লোকেরা কতইনা সৌভাগ্যবান, যারা এই বরকতময় মাসে বিশেষকরে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য লাভ করে এবং **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির সম্বলিতই হয়ে থাকে, কেননা তিলাওয়াত, না'ত **শরীফ**, সুন্নাতে



www.dawateislami.net

ভরা বয়ান, দোয়া এবং সালাত ও সালাম ইত্যাদি সবকিছু **আল্লাহ তায়ালার** যিকির এর অন্তর্ভুক্ত। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ইজতিমার বরকতের একটি "মাদানী বাহার" লক্ষ্য করুন, যেমনটি

## ৬টি কন্যা সন্তানের পর পুত্র সন্তান

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়ের মাদানী বাহার বর্ণনা করছি: সম্ভবত ২০০৩ সালের কথা, এক ইসলামী ভাই তাকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিনের আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়** (সাহরায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান) অংশগ্রহণ করার জন্য দাওয়াত প্রদান করলেন। সে আরয করলো: আমি ছয়টি কন্যা সন্তানের পিতা, আমার ঘরে আরো একটি সন্তান আসার অপেক্ষায় আছে, দোয়া করবেন যেন এবার আমার পুত্র সন্তান হয়। সেই ইসলামী ভাই **ইনফিরাদী কৌশিশ** করে বললেন: হজ্জের পর লোকসংখ্যার দিক থেকে আশিকানে রাসূলের সবচেয়ে বড় ইজতিমায় (মুলতান **শরীফ**) এসে দোয়া করুন, না জানি কার দোয়ার সদকায় তরী পার হয়ে যায়। তার কথা সেই ব্যক্তির হৃদয়কে প্রভাবিত করলো এবং সে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (মুলতান **শরীফ**) উপস্থিত হয়ে গেলো। সেখানকার মনোরম দৃশ্যের বর্ণনা করার ভাষা তার নিকট ছিলো না, সে জীবনে প্রথমবার এক মহান রূহানী প্রশান্তি অনুভব করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ইজতিমার কিছুদিন পর **আল্লাহ তায়ালা** তাকে চাঁদের মত ফুটফুটে একটি মাদানী মুন্না (ছেলে সন্তান) দান করলেন, পরিবারের সবার আনন্দ বর্ণনাতীত ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। **আল্লাহ তায়ালা** তাকে আরো একটি পুত্র সন্তান দান করে ধন্য করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তার **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে মাদানী কাফেলার যিম্মাদার হিসেবে খেদমত করার সৌভাগ্যও অর্জিত হলো।



www.dawateislami.net

**রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

## ৪০ জন নেককার মুসলমানের জমায়েতের মাঝে একজন ওলী থাকে

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় কেন রহমত বর্ষিত হবে না, কেননা জানি না ঐ সকল আশিকানে রাসূলের মধ্যে কতজন আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام রয়েছেন। আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "জামাআতের মধ্যে বরকত রয়েছে আর مَجْمَعِ مُسْلِمِيْن اَقْرَب بَقَبُوْل (অর্থাৎ মুসলমানদের সমাবেশে দোয়া করাটা কবুল হওয়ার খুবই কাছাকাছি) ওলামায়ে কিরামরা বলেন: **যেখানে ৪০ জন নেককার মুসলমান একত্রিত হয়, তাদের মধ্যে একজন অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওলী থাকেন।**"

**(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা। ফয়যুল কদীর, ১ম খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭১৪)**

## ছেলে হোক, মেয়ে হোক বা কিছুই না হোক সর্ববাস্থায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন

অবশ্য যদি দোয়া কবুল হওয়ার কোন চিহ্ন দেখা না যায় তবুও অভিযোগের শব্দাবলী মুখে উচ্চারণ না করা চাই। আমাদের কল্যাণ কিসে নিহিত, তা **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের চেয়ে অধিক ভালো জানেন। আমাদেরকে সর্বাবস্থায় **আল্লাহ তায়ালা**র কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকা চাই। তিনি ছেলে সন্তান দান করলেন, তবে কৃতজ্ঞতা, মেয়ে সন্তান দান করলেন, তবুও কৃতজ্ঞতা, উভয়টি দান করলেন, তবুও কৃতজ্ঞতা, আর একেবারে না দিলে, তবুও কৃতজ্ঞতা, সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাই উচিত। ২৫ পারা সূরা শুরা এর ৪৯ ও ৫০ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা**র ইরশাদ হচ্ছে:



www.dawateislami.net

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۙ﴿۴۹﴾ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿۵۰﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আল্লাহ তায়ালারই জন্য আসমান সমূহ ও জমিনের রাজত্ব। তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন। যাকে চান কন্যা সন্তান সমূহ দান করেন এবং যাকে চান পুত্র সন্তান সমূহ দান করেন। অথবা উভয়ই যুক্তভাবে প্রদান করেন- পুত্র ও কন্যা সন্তান। যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময়, শক্তিমান।

**"খাযায়িনুল ইরফানে"** ৫০নং আয়াতের এই অংশ (যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন) এর আলোকে বলেন: (অর্থাৎ) "যে, তার সন্তানই হয় না, **তিনি** (অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা**) হচ্ছেন মালিক, আপন নিয়ামতকে যেভাবে ইচ্ছা বন্টন করেন, যাকে ইচ্ছা দান করেন। আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام দের মধ্যেও এই অবস্থা পাওয়া যায়, হযরত লুত ও হযরত শোয়াইব عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর শুধু কন্যা সন্তানই ছিলো, কোন পুত্র সন্তান ছিলো না এবং হযরত ইব্রাহিম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর শুধু পুত্র সন্তানই ছিলো, কোন কন্যা সন্তান ছিলো না আর **সায়্যিদুল আম্বিয়া, হাবীবে খোদা, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ তায়ালা** চার পুত্র ও চার কন্যা সন্তান সন্তান দান করেছেন।" (খাযায়িনুল ইরফান, ৮৭৪ পৃষ্ঠা)

## হুযুর পুরনূর ﷺ এর পবিত্র সন্তানের সংখ্যা

**দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা **"জীবিত কন্যাকে কূপে নিক্ষেপ করল"** এর ৭ম পৃষ্ঠায় রয়েছে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চার পুত্র সন্তানের কথা যদিও **"খাযায়িনুল ইরফানে"** উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এতে মত পার্থক্য রয়েছে, তিন পুত্রেরও উল্লেখ রয়েছে এবং দুই পুত্রেরও। যেমনটি "তাযকিরাতুল আম্বীয়া" এর



www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

৮২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে; **তাঁর** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তিন পুত্র সন্তান ছিলো: **কাসিম, ইবরাহীম, আব্দুল্লাহ**। মনে রাখবেন! তৈয়্যব, মুতায়্যিব, তাহির ও মুতাহহির তাঁরই (অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এর উপাধী ছিলো, এরা কোন আলাদা সন্তান ছিলেন না। (তাজকিরাতুল আম্বীয়া, ৮২৭ পৃষ্ঠা) হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ **"সিরাতে মুস্তফা"**র ৬৮৭ পৃষ্ঠায় লিখেন: এই বিষয়ে সকল ঐতিহাসিকগণ একমত যে, **হুযুর আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তানের সংখ্যা (নিশ্চিত) ছয়জন। দুই পুত্র সন্তান হযরত কাসিম ও হযরত ইব্রাহীম (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) এবং চার কন্যা সন্তান হযরত যয়নাব, হযরত রুকাইয়া, হযরত উম্মে কুলছুম ও হযরত ফাতেমা (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ), কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিকগণ এটা বর্ণনা করেছেন যে, **তাঁর** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) একজন পুত্র আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ও ছিলো, যার উপাধী ছিলো তৈয়্যব ও তাহির। এই কথার উপর ভিত্তি করে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সন্তানের সংখ্যা সাত অর্থাৎ তিন পুত্র সন্তান ও চার কন্যা সন্তান। (সিরাতে মুস্তফা, ৬৮৭ পৃষ্ঠা)

## রমযানের আশিক

মুহাম্মদ নামের এক ব্যক্তি সারা বছর নামায পড়তো না। যখন **রমযান শরীফে**র বরকতময় মাস আসতো, তখন সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতো এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে পড়তো আর পূর্ববর্তী বছরের কাযা নামাযগুলোও আদায় করতো। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি এমন করো কেন? সে বললো: এ মাসটা হচ্ছে রহমত, বরকত, তাওবা ও মাগফিরাতের, হতে পারে **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে আমার এ আমলের কারণে ক্ষমা করে দেবেন। যখন তার ইন্তিকাল হলো, তখন কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে উত্তর দিলো: "আমার **আল্লাহ পাক** আমাকে **রমযান শরীফে**র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (দুররাতুন্নাসিহীন, ৮ম পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

## আল্লাহ তায়ালা অমুখাপেক্ষী

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ তায়ালা রমযান** মাসের প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারীর প্রতি কিরূপ উচ্চ পর্যায়ের দয়ালু যে, বছরের অন্যান্য মাস বাদ দিয়ে শুধুমাত্র **রমযান** মাসে ইবাদতকারীকে ক্ষমা করে দিলেন। এ ঘটনা থেকে কেউ আবার একথা বুঝে বসবেন না যে, এখনতো **আল্লাহ**র পানাহ! সারা বছর নামায থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেলো!! শুধুমাত্র **রমযানুল মোবারকেই** রোযা-নামায পালন করবো আর সোজা জান্নাতে চলে যাবো। **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** প্রকৃতপক্ষে ক্ষমা করা বা আযাব দেওয়া এ সবকিছু **আল্লাহ তায়ালা**র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তিনি হলেন অমুখাপেক্ষী, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে কোন মুসলমানকে বাহ্যতঃ কোন ছোট্ট নেক আমলের উপর ভিত্তি করে আপন অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেন এবং যদি চান তবে বড় বড় নেক আমল থাকা সত্ত্বেও কোন একটি ছোট্ট গুনাহের কারণে ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে পাকড়াও করে নিবেন। যেমনটি ৩য় পারা সূরা বাকারার ২৮৪ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা**র ইরশাদ হচ্ছে:

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৪)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা করবেন শাস্তি দিবেন;

তু বে'হিসাব বখশ কেহ হ্যায় বে'শুমার জুরম
দে'তা হোঁ ওয়াসেতা তুঝে শাহে হিযায কা

## তিনটির মাঝে তিনটি গোপন

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কোন নেকীই ছেড়ে দেয়া উচিত নয়, জানিনা **আল্লাহ তায়ালা**র কোন নেকীটি পছন্দ হয়ে যায় এবং কোন ছোট থেকে ছোটতর গুনাহ না করা উচিৎ, কেননা জানিনা কোন গুনাহের প্রতি **আল্লাহ তায়ালা** অসন্তুষ্ট



www.dawateislami.net

হয়ে যান আর **তাঁর** কষ্টদায়ক শাস্তি এসে ঘিরে ধরে। খলীফায়ে আলা হযরত, ফকীহে আযম, সায়্যিদুনা আবূ ইউসূফ মুহাম্মদ শরীফ মুহাদ্দিসে কুটলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: **"আল্লাহ তায়ালা** তিনটি জিনিসের মাঝে তিনটি জিনিসকে গোপন রেখেছেন: ﴾১﴿ নিজের সন্তুষ্টিকে **তাঁর** আনুগত্যের মাঝে এবং ﴾২﴿ নিজের অসন্তুষ্টিকে **তাঁর** অবাধ্যতার মাঝে আর ﴾৩﴿ নিজের আউলিয়াদেরকে **তাঁর** বান্দাদের মাঝে।" (তাম্বীহুল গা'ফিলীন, ৫১ পৃষ্ঠা) এ বাণীটি উদ্ধৃত করার পর ফকীহে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "সুতরাং প্রত্যেকটি আনুগত্য ও প্রতিটি নেকীকে কাজে পরিণত করা চাই, কেননা জানা নেই, কোন নেকীতে **তিনি** সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং প্রত্যেকটি পাপ থেকে বিরত থাকা উচিৎ, কেননা জানা নেই, কোন পাপের কারণে **তিনি** অসন্তুষ্ট হয়ে যান! হোক না সেই পাপ খুবই নগন্য। যেমন; (বিনা অনুমতিতে) কারো খড় খুটো দিয়ে খিলাল করা, এটা বাহ্যিকভাবে অতি সাধারণ একটি বিষয় কিংবা কোন প্রতিবেশীর মাটি দ্বারা তার অনুমতি ছাড়া হাত পরিস্কার করা, যদিও এটা একটি নগন্য বিষয়, কিন্তু হতে পারে, এ মন্দ কাজটিতেই **আল্লাহ তায়ালা**র অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে, সুতরাং এমন ছোট ছোট কাজ থেকেও বিরত থাকা উচিৎ।" (আখলাকুস সালিহীন, ৬০ পৃষ্ঠা)



www.dawateislami.net

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

# নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❁ প্রতিদিন "ফিক্‌রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

**আমার মাদানী উদ্দেশ্যঃ** "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" إن شاء الله عزوجل নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। إن شاء الله عزوجل






দা'ওয়াতে ইসলামী

দেখতে থাকুন
মাদানী চ্যানেল
বাংলা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net